RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies,
Volume I, No. 1, 2016, pp. 80-90.

বাল গঙ্গাঁধর তিলকের জাতীয়তাবাদ ও ভারত

অরিন্দম দেবনাথ
অতিথি অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, চাকদহ কলেজ ।
E-Mail: arindamdebnath88@gmail.com

সারসংক্ষেপ / Structured Abstract:

উদ্দেশ্য ঃ (Purpose)
- এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হল তিলকের সময় ভারতীয় সমাজে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় তিলকের অবদানের সঠিক মূল্যায়ণ করা, তিলক যে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন তার তাৎপর্য বর্তমান ভারতে কতটা প্রভাব ফেলেছে এবং তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব বিচার করে তা পরিষ্কার করে দেখানোই এই প্রবন্ধটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ (Methodology)
- এই প্রবন্ধ মূলত পাঠাগার ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে , ক্ষেত্র সমীক্ষা এখানে গ্রহণ যোগ্য নয় । যেহেতু বিষয়টি ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা পূর্ব রাজনীতি সম্বন্ধীয় তাই প্রধানত পুস্তক ও নথির ওপরই নির্ভর শীল থাকতে হয়েছে ।

অনুসন্ধানঃ (Findings) ঃ
- তিলকের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ছিল ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার সংমিশ্রন। এই চিন্তা ভাবনায় প্রাচীন ভারতীয় গর্ব ও ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা একত্রিকরণের চেষ্টা মিলেগেছে। তিনি বিবেকানন্দর মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে মিলনের কথা বলেছিলেন ।

মৌলিকতাঃ (Originality)
- এই সব বিষয় গুলি অতি সাম্পতিক বিষয় বর্তমানে সংরক্ষন নিয়ে যে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিলক পূর্বে কি বলেচিলেণ তা আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে । এই ধরণের আলোচনা অর্থাৎ তিলকের জাতীয়তা বাদের উৎসসম্বন্ধীয় আলোচনা আর কোন জায়গায় স্থান পায়নি । সুতরাং এই আলোচনা অনেক মূল্যবাণ এর মৌলিকতার দিক দিয়ে ।

আলোচ্য বিষয়সূচী ঃ (Key words)
i) জাতীয়তা বাদ ii) নিস্ক্রীয় প্রতিরোধ ii) জাতীয় শিক্ষা
iv) রেনেঁসা

প্রবন্ধটির ধরণ ঃ (Paper Type)
- গবেষণা পত্র

Introduction:

বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক যিনি বাল গঙ্গাধর তিলক নামেই পরিচিত ; রত্নাগিরির ব্রাহ্মন পরিবারে, ১৮৫৬ এর ২৩ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন । শিক্ষক পিতার কাছ থেকে তিলক হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আহরণ করেন। ১৮৭৬ এ পুনের Deccan কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর তিনি কেশরী পত্রিকা প্রকাশ করেন।১৮৯১ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিলকই প্রথম ব্যক্তি যিনি মহারাষ্ট্র থেকে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে একজন চরমপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে উঠে

আসেন। সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসাবে রাজনৈতিক সংস্কারের কথা বলছেন, ক্রফোর্ড কমিশনের রাজস্ব আইন, ইংরেজদের বিভক্ত করো ও শাসন করো এবং মুসলিম তোষনের নীতির সমালোচনা করেন । স্বদেশীয় সংস্কৃতি সমন্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করার জন্য তিলক গনপতি ও শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন । ১৮৯৭ সালে কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে জনতার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন । এই ঘটনার পর তিনি জাতীয়মঞ্চে এক অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান ।

Review of Litrature:

আমি বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদ ও ভারত সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এটি একেবারে নতুন বিষয় যা আগে কোনো বই বা প্রবন্ধে আলোচনা হয়নি। V.P.VERMA র Life and Political Philosophy of Lokmanya Tilak এই বই তে তিলকের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও ভারতীয় প্রেক্ষিতে আলোচনা নেই। আবার S.Sukhi এর Speeches and Lectures of Balgangadhar Tilak বই তেও তিলকের বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তায় সেরকম আলোকপাত বইটি করেনি। আমি তিলকের জাতীয়তাবাদী চিন্তার সেই অনালোকিত অংশগুলিতে আলোকপাত করব।

উদ্দেশ্য / Objectives:

তিলকের জাতীয়তাবাদী ধারনা বর্তমান ভারতীয় প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীকতার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা, মানবতাবাদের সঙ্গেঁ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে তার উপস্থিতি কতটা সেটাও কিছুটা বোঝা যাবে । জাতীয় শিক্ষা কিরকম হওয়া উচিত, তিলকীয় ধারনায় তার উপস্থিতি কেমন ও কত পরিমানে প্রভাব পড়েছে সেটাও আলোচনার বিষয়বস্তু ।

গবেষণা পদ্ধতি / Methodology:

এইখানে মূলত ঃ পাঠাগার ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এইখানে Case study এর সাহায্য নেওয়া হয়নি। যেহেতু বিষয়টি ঐতিহাসিক ও পুরাতন রাজনীতির সমন্ধীয়, তাই প্রধানত পুস্তক ও নথির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে ।

আলোচনা / Discussion:

১৮৯৮ - ১৯০৮ সাল তিলকের রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্যায় ছিল, তিনি চারটি বিষয়কে সমর্থন করেন যথা বাংলা ভাগের বিরোধিতা, ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার, বিদেশী দ্রব্যের বর্জন ও জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষা, তাঁর "Swaraj is my birth right and I will have it " উক্তিটি খুবই প্রচার পায় এবং বিখ্যাত হয়ে উঠে, তিনি ও তাঁর চরমপন্থী অনুগামীরা নরম পন্থীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান, তিলককে বাংলার চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী বিল্পবীদের জাগরণের সময় ৬ বছরের জন্যে জেলে পাঠানো হয় ।

তিলক এই সময় ‘‘গীতা রহস্য’’ নামক পুস্তিকাতে গীতার বিশ্লেষণকে তুলে ধরেন। তিনি একই সঙ্গেঁ মানুষকে মানবতাবাদী, সক্রিয় জীবন যাপনের জন্য কর্মযোগ অনুসরণের কথা বলেন যার মূল কথা কর্মময় জীবন ও কাজ এবং দায়িত্ব স্বার্থহীন ভাবে পালন করা । ১৯১৬ সালেই আইরিশ হোমরুলের সূত্রধরেই ইন্ডিয়ান হোমরুল আন্দোল শুরু করেন। তিনি ১৩ মাস ইংল্যান্ডে ছিলেন। এই সময় লেবার পার্টির সাথে তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে উঠে, তাঁকে প্যারিস শান্তি সম্মেলনেও ডাকা হয় । তিনি বলেন যে স্বাধীন ভারত হবে স্বাধীন ত্রশিয়ার অগ্রদূত যদিও তিনি সেখানে যেতে পারেন নি । অবশেষে তিনি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন । স্বদেশী আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম একজন যিনি ব্রিটিশের আর্থিক অধিপত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি অধ্যায় শেষ হয় ।

রেনেসাঁ ও বঙ্কিম বিবেকানন্দ এবং দায়ানন্দের প্রভাব:

ভারতীয় রেনেসাঁ অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত বর্তমান ছিল, এই সময় ইউরোপের মতো সারা ভারতে কিছু নির্দিষ্ট প্রদেশে (বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পরে পাঞ্জাব) শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতিতে বেশ কিছু মনিষীদের অবির্ভাব ঘটে, একই সাথে জাতীয়তা বোধ দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার বিকাশ ঘটে। তিলক যেহেতু সেই সময়ের মানুষ ছিলেন তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

বঙ্কিমচন্দ্রের নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় । বঙ্কিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সব প্রকার গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং যে ধর্ম শাস্ত্রগুলিতে হিন্দুত্বের কথা বলে তার বিরোধিতা করেন। জাতীয় পরিচিতি গড়ে তোলা এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল। হিন্দু ধর্মের যুক্তি সংগত সংস্কৃতি ও দর্শণের উপর ভিত্তি করে তিলক ও শিবাজী গণপতি উৎসবের মাধ্যমে জাতীয় পরিচিতির পুরনুদ্ধার চেয়েছিলেন । তিলক চেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের ব্যবহার , স্বরাজ , স্বশাসন । বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিলো পশ্চিমী বিশ্ববীক্ষা থেকে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র ভারতীয় আদর্শ যা ভারতকে আধুনিক বিশ্বে সম্মান জনক ও স্বাধীন স্থান দেবে ।

দ্বিতীয়ত তিলকও বিবেকানন্দের মতো বিদেশী আধিপত্যবাদের তীব্র সমালোচক ছিলেন । তিলক বিশ্বাস করতেন শক্তিশালী জাতি গঠনই বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি দিতে পারে; তিলক বিবেকানন্দের মতো স্বশাসন এবং প্যারিস কনভেনশনে স্বাধীন ভারতের দাবী করেছিলেন। বিবেকানন্দ যে শূদ্র জাগরণের তত্ত্বের কথা বলেছিলেন তার চিহ্ন আমরা তিলকের দ্বারা পরিচালিত শিবাজী ও গণপতি উৎসবের মাধ্যমে পাই । সকল ভারত বাসীর পুনরুজ্জীবনের যে চিন্তাধারা, সেখানেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সম্মিলিত করার চিন্তাই প্রধান ছিলো ।

দয়ানন্দ সরস্বতী হিন্দুদের বৈদিক যুগের চিন্তায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিলকও তাঁর মতো অতীত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার চেয়েছিলেন, দয়ানন্দ সকল প্রকার কুসংস্কার কুপ্রথার অবসান চেয়ে সারা বিশ্বকে আর্যসমাজের বাসভূমি হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন । আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করে দয়ানন্দ, তিলক যেমন চেয়েছিলেন, হিন্দু ধর্মকে সংগঠিত করতে এবং এই ধর্মের অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

এছাড়া তিলকের পাশ্চাত্য ধারায় পড়াশুনা -তাঁকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সমকালীন সমাজ, স্বশাসন, স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদীর পক্ষে সাওয়াল ও দাবী পেশ করেছিলো । তিলক সেই সময় তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী ধারনায় চরমপন্থী ধারনার মিশ্রন ঘটিয়ে ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং মূলত তিলকই ছিলেন পরাধীন ভারতে চরমপন্থী ধারার অন্যতম উদ্যোক্তা ।

তিলকের জাতীয়তাবাদ:

বাল গঙ্গাঁধর তিলকের ধারনায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ধারার সংমিশ্রন । এই চিন্তাস্রোতে মিশেছে প্রাচীন ভারতের গর্ব ও ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা ভারতকে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে একত্রিত করার চেষ্টা । তিলক যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন তেমনই বিদেশী শাসকের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ও সরব ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে এক জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা চিন্তা করতেন, ওনার চিন্তাধারায় এটি ছিল যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক বা ধর্মীয় প্রতীক ভারতীয়দের জাতীয়তা বোধ উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যত তিনি রাজনৈতিক ভাবে অভিজ্ঞ হচ্ছিলেন ততই জাতীয়তাবাদ ও প্রাদেশিকতা একাকার হয়ে যাচ্ছিল । তিনি একজন হিন্দু ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং স্বরাজ্য ধারনাকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা তার উপর খুব প্রভাব ফেলেছিল। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা, আইনের শাসন, ব্যক্তি স্বাধীনতা , সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের উন্নতি ও গবেষণা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা সংগঠনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তাধারাকে তৈরী করতে প্রভুত সাহায্য করেছিল । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা তার এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফসল। তিলক মনে করতেন India council Act যা আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের

প্রতিনিধির নির্বাচনের রাস্তা প্রস্তুত করেছিল তা হল ব্রিটিশ শাসনের ফসল তিলক মনে করতেন যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক সচেতনার উন্মেষ এবং স্বরাজ্যের চিন্তা ছিল ইংরেজদের শাসনের অপরিহার্য ফসল। এছাড়া ব্রিটিশ শাসনের জন্য ভারতে রাজনৈতিক ও আইনগত ধারনা প্রশাসনিক স্থিরতা কৃষি, বানিজ্য, ব্যবসা, খনি ও শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন কেননা তার ধারনা ছিল এই মাধ্যমই ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারবে। তিনি ব্রিটিশ শাসন ও মারাঠাশাসনের ঐতিহ্যগত পার্থক্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন । রানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তিনি বলে ছিলেন ওনার দীর্ঘ শাসনের জন্যই শান্তি, নিরপেক্ষ আইন এবং উন্নতির সুফসল ভারতবাসী লাভ করেছে কিন্তু বাংলা ভাগের পর তিনি তার চিন্তার পরিমার্জনা করেন এবং বলেন ব্রিটিশ শাসন অসাংবিধানিক এবং ভারতীয়দের মৌলিক রাজনৈতিক অধিকারের পরিপন্থী। পূর্বে দাদাভাই নওরোজীকে House of Commons এ নির্বাচিত করার জন্য ব্রিটিশ নির্বাচকদের উদারতা, দূরদর্শিতা এবং জ্ঞানকে প্রশংসা করেছিলেন ।

তিনি ব্রিটিশদের, সংবিধানের প্রতি অনুগত্য আইনসভা, গণতন্ত্র, উদারচিন্তা, স্বাধীনতা বোধ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসারের ব্যপারে খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাই তিলকের জাতীয়তাবাদ ছিল বেদ বেদান্ত দ্বারা নির্দেশিত মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক দ্বারা প্রচারিত পাশ্চাত্য ধারনার সংমিশ্রন, এর মধ্যে তিলক চারটি অধ্যায় বা পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন । প্রথমটি হচ্ছে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের জাতীয়তা বাদ যার সঙ্গেঁ যুক্ত আছে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, জাতি ধর্মের ঐক্য এবং রাজনৈতিক মতবাদ, দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল জাতীয় সার্বভৌমত্ব । ফরাসী বিল্পবের পর অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্র ইউরোপের মানচিত্রে উপস্থিত হয় যাদের ভাষা বা ঐতিহ্য আলাদা আলাদা ছিল । তৃতীয়টি হইল রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা যা জাতীয়তাবাদের একটি মূল্যবান দিক, চতুর্থ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে যেখানে পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার একটা বিরাট রুপান্তর ঘটল যা রাষ্ট্রগুলির নিজের সায়ত্ব শাসনের উইলসনের ধারনাকে পরিস্ফুট করে। তিলকের ধারণা ছিল জনগণের মধ্যেকার ঐক্য এবং দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করবে । তিলক ভাবতেন যে ঐক্যবদ্ধ জনগণ যদি একই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আন্দোলনে সামিল হন তবেই জাতীয়তাবাদের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব। তার মতে আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক হোল আকবর ও শিবাজী, যাদের প্রচেষ্টায় জাতি, ধর্ম, প্রাদেশিকতা নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ।

জাতীয়তাবাদের দুটি দিক - একটি বস্তুগত আরেকটি বিষয়গত। অভিন্ন ভাষা অঞ্চল এবং ধর্ম জনগণকে এক অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে যা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের মূল কথা। তিলক ভাবতেন এক অভিন্ন পতাকা, চিহ্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের দ্বারা জাতীয়তাবাদকে আরো বেশী শক্তিশালী ও উন্নত করা যাবে। তাই তিনি ব্রাহ্মন ও অব্রাহ্মানদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে গণপতি উৎসবকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

তেমনই তিনি শিবাজী উৎসবের কথাও ভাবতেন। এই উৎসবের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের চিন্তা ব্যপকভাবে উৎসাহিত ও পরিপুষ্ট হত । এমনই একটি সামাজিক আন্দোলন ১৮৭৭ সালের পুনের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে হয় যেখানে জমির কর দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল ।

তিলকের মত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও বিভিন্ন মত, দেশ ও অঞ্চলের মিশ্রণ যেখানে ব্রিটিশ শাসক দ্বারা অত্যাচারিত ভারতীয়, মালয়ের জনগণ আছে সাথে আছে শ্বেতাঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতন ভারত এক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। তিলক জানতেন ভারত বহু ভাষীর দেশ। তার মতে হিন্দুত্বই হবে সমগ্র ভারতের একতার প্রতীক। তিনি দেখালেন যে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এক অভিন্ন ভারতকে প্রতিষ্ঠা করতে রামায়ন ও মহাভারতের অবদান উল্লেখযোগ্য, তিলকের, গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এক আবেগ প্রবণ মতছিল এবং তিনি কৃষক , শ্রমিক, কারিগর শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের একত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ন করতে চেয়েছিলেন ।তিলকের জাতীয়তাবাদি ধারনার সঙ্গেঁই অস্ত্র রাখার আইন সম্পর্কিত মতামতও যুক্ত ছিলো । ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে বাল গঙ্গাঁধর তিলকের মত নিম্নরূপ ঃ-

ভারতীয়রা বিপুল সংখ্যায় (প্রায় এককোটি) প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়ে লড়াই করেছে এবং প্রচুর সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছে, এই ভারতীয় সৈনিকরা কখনই তাদের হাতের অস্ত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিরুদ্ধে ব্যবহার করেনি , তাই ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের উচিত Arms Act (অস্ত্র আইন) প্রত্যাহার করে ভারতীয়দের হাতে আইনত অস্ত্র রাখার অধিকার প্রদান করা । ব্রিটিশ শাসকেরা কেবলমাত্র নিজেদের সংকীর্ন স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতীয়দের অবিশ্বাস এবং ঈর্ষা করে ভারতীয় সৈন্যদের সেবা ব্রিটিশ জনগণের চিন্তাকে নতুন খাতে প্রভাবিত করেছিলো । ভারতীয়রা অস্ত্র হাতে নিয়ে কখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি বা কখনও তাদের সঙ্গেঁ সম্পর্ক চ্যুত হবার চিন্তা করেনি । সংবিধানগত ভাবে কিছু আধিকার ও সুবিধা অর্জন করার জন্য আমলাতন্ত্রের সঙ্গেঁ লড়াই করার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উৎখাত করার বাসনা নয় । ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র রাখার অধিকার প্রদান করিলে আখেরে ব্রিটিশ শাসকদের সুবিধা হইবে । বহিঃশত্রু আক্রমন করবার আগে অন্তত্য কয়েকবার চিন্তা করিবে যে বিপুল সংখ্যক অস্ত্রে সজ্জিত ভারতীয় তাহাদের বিরুদ্ধে থাকিবে এবং তাহার বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুরক্ষিত থাকবে ।

ভারতীয়দের হাতে অস্ত্র রাখার আইন চালুকরলে ভারতীয়রা শক্তিশালী, সাহসী এবং পৌরুষের অধিকারী হবে। এবং প্রয়োজনের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপক্ষে দাড়িয়ে সাহসের লড়াই করতে সক্ষম হবে । তাই ভারতীয়দের হাতে আইনত অস্ত্র রাখার বিধি চালু করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ।

Passive Resistance and Political Thinking:

মধ্যপন্থীদের অবস্থান, যাহাতে তারা বলেছেন যে সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনই রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্ববর্তী অবস্থা; তিলক তাদের এই ধারনার বিপরীতে ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসকের থেকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জন এবং রক্ষা করাকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি ভয় পেতেন যে সামাজিক সংস্কারের ওপর বেশি জোর দিলে তা সামাজিক বিভেদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক শাসনের আমলা তান্ত্রিক হস্তক্ষেপ ক্রমাগত বাড়তে থাকবে তাঁর মতে বহু আলোচিত জাতিভেদ প্রথা আসলে সমাজের শ্রম বিভাজনের অঙ্গ এবং সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি। তিলকের মত ছিল সামাজিক প্রথা আচার ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখিলে সামাজিক ঐক্যকে সুদৃঢ় করা যায় ।

তিলকের গোঁড়ামিবাদ ও চরমবাদী মনোভার, তার অনুগত এবং Gokhale ও Ranade দের মতো মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, মধ্যপন্থীদের মত ছিল বিদেশী দ্রব্য, আইন, প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্জন ও শাসকদের রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার মত অসাংবিধানিক ও অনৈতিক কাজ করা ভারতীয়দের পক্ষে উচিত নয়। তিলক বলতেন যে ইহা অনৈতিক নয় কেননা ভারতবর্ষ কোন স্বীকৃত সংবিধান দ্বারা শাসিত হচ্ছেনা। ১৮৫৮ সালের Queen Victoria-র সনদের কোন সাংবিধানিক মূল্য নেই যেহেতু তাহা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা আইন সিদ্ধ নয়। এমনকি লর্ড কার্জন ও ইহাকে অবাস্তব ও বেআইনি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তিলক বলেছিলেন যে Lord More এর মতো উদারবাদী Secretary of State এর পক্ষে ও ভারতীয় উপনিবেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি । ব্রিটিশ লিবারেল ও কনসারভেটিভদের পার্থক্য কেবলমাত্র ব্রিটেনের ঘরোয়া ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল । উপনিবেশের ব্যাপারে তাহারা সহমত পোষন করতেন এবং সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়াপন্থী আমলাদের উপদেশ মতো কাজ করতেন। এমনকি ব্রিটিশ শ্রমিকদের কিয়দংশ ভারতের সায়ত্ব শাসনের বিরোধী ছিলেন ।

১৮৯৬ - ১৮৯৭ এর দুর্ভিক্ষ এবং তার পরবর্তী কালে কৃষক সংগ্রামের সময় তিলক তার চিন্তার পরিবর্তন করেন এবং আইন শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্যদানে সরকারী আমলাদের অসহোযোগিতা, দুর্নীতি, অকৃতকার্যকারীতা ও কুশাসনের তিনি বিরোধী ছিলেন। ১৯০৫ - ১৯০৮ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল এবং ব্রিটিশ শাসকেরা সংগ্রামকারীদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার শুরু করেছিল তিলক এককথায় তাকে বে আইনি ও অত্যাচারি আখ্যা দিয়েছিলেন । তিলক কেবলমাত্র মুখের কথায় কুশাসনের প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তুলবার কথা বলতেন না । বাস্তবে সে

ব্যপার প্রয়োগ করতেন । এই আন্দোলনই মহাত্মা গান্ধীর অসহোযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্বঅবস্থা তৈরী করতে সাহায্য করেছে ।

মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত সমাজ সেবীর মধ্যে তিলকই তাকে সর্বাপেক্ষ মুগ্ধ করেছিলেন । এবং তিনি বলেছিলেন তিলকই ওনাদের মধ্যে স্বরাজ এর চিন্তা প্রভাবিত করেছিলেন ‘‘আমি বিনয়ের সঙ্গেঁ স্বীকার করি তার প্রিয় অনুগামীদের মতোই আমি তার মতকে দেশবাসীর সামনে প্রচার করেছি যদিও জ্ঞানত আমার ও তিলকের চিন্তা ও প্রয়োগের রাস্তা ভিন্ন ছিল ।’’

১৯০৭ সালের ২রা জানুয়ারী তিলক তার বিখ্যাত বক্তৃতা "Tenets of the new Party' তে চারমপন্থীদের সম্বন্ধে নিম্নক্তো উদ্বৃতি করেছিলেন । সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আমাদের নিজেদের কব্জার রাখতে হবে । তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি চাই আমার ঘরের চাবি আমার কাছে রাখতে যাতে বাইরের যে কোন লোক যখন ইচ্ছা আমার ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। স্বায়ত্বশাসনই আমাদের লক্ষ্য এবং প্রশাসন যন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনচাই আমরা বিদেশি শাসকের হাতে একজন করনিক এবং স্বদেশীর উপর অত্যাচারের একটি ইচ্ছা যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। ’’ বালগঙ্গাঁধর তিলক তার প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামকে এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন ।

‘‘নূতন পার্টি চায় ভারতবাসী হৃদয়ংগম করুক যে দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের হাতে আছে। যদি তারা মুক্ত হতে চায় মুক্ত হবে নতুবা নয় । অনেকে হাতে অস্ত্র তুলবার প্রয়োজন বোধ করছেন না। আপনার হাতে সক্রিয় প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকার অর্থই হল আপনি নিজস্বার্থ পরিত্যাগ করতে পারেননি এবং বিদেশী শাসকের দ্বারা শাসিত হবার প্রচেষ্টায় সহায়তা দান করছেন। এই বর্জন যাহা পরবর্তীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা তাদের রাজস্ব সংগ্রহে এবং শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করব না । দেশের অন্দর ও বাহিরে ভারতীয়দের রক্ত ও অর্থ দিয়ে ব্রিটিশদের যুদ্ধ করতে সাহায্য করবনা । আমাদের উপর ব্রিটিশদের অন্যায় আইন ব্যবস্থা আমরা মানবনা, আমাদের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা থাকবে এবং যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা রাজস্ব দেব। আপনারা যদি এই পদক্ষেপ গুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন তবেই আগামীকাল আপনারা মুক্ত হবেন ।’’

১৯১৪ সালে জেল থেকে মুক্ত হবার পর গঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন যে তিনি ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, তিনি ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন যা ভবিষ্যতে Common wealth of Nation এ পরিবর্তিত হবে। ভারতের বৈদেশিক এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং দেশীয় সরকারকে গনতান্ত্রিক হতে হবে। তিলক বলেছিলেন যে সাম্রাজ্য বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়ার একমাত্র কারন কেন্দ্রের অত্যাচারী এবং অন্যায় শাসন । তিনি মনে করতেন ক্ষমতা সমাজের নিচুস্তরে বিস্তার করিলে সাম্রাজ্য বিখন্ডিত হয় না ।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে উপনিবেশ গুলি ব্রিটিশ শাসকের পাশে থেকেই লড়াই করেছে। তাই তিনি আশা করেছিলেন শাসক এবং উপনিবেশ গুলির মধ্যে একটি ভালো বোঝা পড়ার সৃষ্টি হয়েছে এই জন্যই উপনিবেশ গুলি সায়ত্ত্ব শাসনের অধিকার পাওয়ার যোগ্য। তিলক ব্রিটিশ শাসকদের একটি পুরোনো দাবির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, যেখানে ব্রিটিশরা বলেছিল ভারতীয়রা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য খুবই অযোগ্য । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়রা রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই সচেতন হয়ে উঠেছে। যদি তা না হয় তার জন্য ভারতীয়রা দায়ী নয়, দায়ী ব্রিটিশ শাসক ।

বালগঙ্গাধর তিলক মধ্যপন্থীদের আবেদন নিবেদন, প্রার্থনার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে অগ্রসর হবার জন্য অনুপ্রানিত করেছিলেন। তিলক বিশ্বাস করতেন যে ভিন্ন সামাজিক ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক পথ ও মতের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয় , তার ধারনায় ব্রিটিশ শাসকের কাছে সমাজ সাংবিধানিক ও আইনসিদ্ধ তাই আবার ব্রিটিশদের কাছে অনৈতিক ও অযৌক্তিক। সরকারের আইনধারা মূল্যায়ন করতে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সংবিধান ও আইন অনুসারী হবে না । তাহাকে মানবিকও হতে হবে । অন্যায় ও অনৈতিক আইনের প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের অধিকার থাকা উচিত এটাই কর্তব্য ।

জাতীয় শিক্ষা / National Education:

বালগঙ্গা ধর তিলকের মতে কেবল মাত্র পড়তে ও লিখতে জানলেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না । অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখা যায় তাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। এই শিক্ষা বই বা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা হতে পারে । আমাদের প্রতিটি কাজেই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। একজন সুনাগরিক হওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন । একটি দেশ, যার সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা নেই, সেই দেশের উন্নতি অসম্ভব। ব্রিটিশ শাসকবর্গ ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এবং করনিক তৈরী করতে চেয়ে ছিলেন তার জন্য সেইরকমই স্কুল ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এই সব স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পর ছাত্ররা চাকরিকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করত এবং ব্রিটিশদের সেবায় নিয়োজিত হতেন। তিলক বলেছি লেন সুনাগরিকত্ত্বের জন্য শিক্ষা বিভাগ নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে থাকা উচিত । এই কারনেই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার খুবই প্রয়োজন । আমেরিকায় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ানো হয় । আশি নব্বই বছর আগে জার্মানির সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধের জন্য জার্মানির শিল্পের খুব ক্ষতি হয় । কিন্তু জার্মান সরকার তৎক্ষনাৎ বৈজ্ঞানিক , কারিগরী শিক্ষা দেশে চালু করেছিল । এইভাবে জার্মানি ব্যবসা ও বানিজ্যে এত উন্নতি করেছে ।

তিলক বলেছিলেন যে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারকে নিয়মিত কর প্রদান করে। পরিবর্তে ভারতীয়দের উন্নতির বদলে তাদের পঙ্গু করে রাখাই ব্রিটিশ শাসকদের একমাত্র লক্ষ হয়ে দাড়িয়েছিল। পরিশেষে তাই তিনি সঠিক

শিক্ষার জন্য দেশব্যাপী জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন । এই সব জাতীয় স্কুলে শিক্ষার ধারাকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেন ।

ধর্মীয় শিক্ষা: অন্যায় কার্য থেকে দুরে থাকার জন্য যে উচ্চনীতি-বোধের দরকার তা কেবল ধর্মীয় শিক্ষা থেকেই পাওয়া যায় ; তিনি বলেছিলেন যে হিন্দু ধর্মই একমাত্র ধর্ম যা অন্য ধর্মীয়বিশ্বাসকে সহ্য করার বার্তা দেয় ;তিনি চেয়েছিলেন এই সব জাতীয় স্কুলে হিন্দুদের হিন্দুত্ব ও মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করানো এবং একই সাথে ক্ষমা এবং অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতি শীল হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া উচিত ।

বিদেশী ভাষাশিক্ষা: তিলকের মতে ভারতীয় ছাত্রদের থেকে বিদেশী শিক্ষার বোঝা কমানো উচিত। বর্তমানে যে ভারতীয় কিছু ইংরাজী বলতে ও লিখতে পারে তাকেই শিক্ষিত বলে আখ্যা দেওয়া হয় । বিদেশী ভাষায় , যে শিক্ষা অর্জন করতে আমাদের ২০ বছর সময় লাগে সেই শিক্ষা দেশীয় ভাষায় আমরা ৭ থেকে ৮ বছরেই অর্জন করতে সক্ষম হই । তিনি ইংরাজী ভাষাকে আবিশ্যক ভাষার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন ।

কারিগরী শিক্ষা: জার্মানি ও ব্রিটেনে স্কুলগুলিতে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয় । উদাহরণ স্বরুপ তিনি আখচাষের কথা উল্লেখ করেছেন । তিনি প্রমান করেছেন যে মরিশাস থেকে যে চিনি ভারতে আমদানি করা হয় মহারাষ্ট্রের কারখানাতে ও সেই সমমানের চিনি প্রস্তুত করা সম্ভব যাহাতে সেই সময় প্রতিবছর ৬ কোটি টাকা সংরক্ষিত হবে । যদি ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় একমাত্র তখনই কারিগরী শিক্ষার সুফল ভারতীয়রা পাবে ,

রাজনৈতিক শিক্ষা: রাজনৈতিক শিক্ষা আমাদের দেশে সরকারী শিক্ষায়তনে দেওয়া হয় না । ছাত্রদের বোঝা উচিত রানীর আদেশনামাই হচ্ছে আমাদের অধিকারের ভিত্তি প্রস্তর। ব্রিটিশ সরকার আমাদের যুব সমাজকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেন। দাদাভাই নৌরজি ৫০ বছরের উপরে দীর্ঘ প্রচেষ্টা করে যা প্রমান করেছেন তা আমাদের ছাত্রদের তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করতে হবে । যদি এই রাজনৈতিক শিক্ষা তরুণ বয়সে ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় । যা বৃদ্ধ অবস্থায় একেবারেই অসম্ভব। তাই এই রাজনৈতিক শিক্ষা স্কুলেই দেওয়া উচিত। প্রতি বছর ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা রাজস্ব হিসাবে বিদেশী শাসকের হস্তগত হয় । কিন্তু তার মূল্য ভারতীয়রা কিছুই ভোগ করেনা । বরং ভারত দিনে দিনে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয় । অধ্যাপক বিজয় পুরকর-এর মতো শিক্ষাবিদ এই শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। শিক্ষাবিদেরা তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ছাত্রদের সাহায্য করেন । যদি ভবিষ্যত প্রজন্ম ভালো থাকে এবং রুজিরোজগার অর্জন করতে এবং সুস্থ নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্টিত হতে সমর্থ হয় , তবে সমাজের সকলেরই মঙ্গল হয় । যদি সরকার এই শিক্ষার প্রবর্তন না করে, তবে আমাদের নিজের চেষ্টায় এই শিক্ষার ব্যবস্থা

করা উচিত। এই জন্য দৃঢ় ইচ্ছা থাকা দরকার। সরকারের ভয়ে আমাদের এই শিক্ষার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয় এবং আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রন বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নেই বলে আমরা এই শিক্ষা পাচ্ছিনা তাই আমাদের অপেক্ষা না করে এই রাজনৈতিক শিক্ষা এখনই পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত ।

উপসংহার:

তিলকের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ছিল ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা সংমিশ্রণের ফসল । এই চিন্তা স্রোতে , প্রাচীন ভারতীয় গর্ব ও ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা একত্রিত করার চেষ্টা মিশে গেছে । তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ ও প্রাদেশিকতা একাকার হয়ে যাচ্ছিল । তিনি মনে করতেন যে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ সম্ভব । তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, ভাষা, জাতি, ধর্মীয় ঐক্য, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা উচ্চারিত করেছেন । তারপর তিনি জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এবং রাজনৈতিক চিন্তার বিষয়ে আগ্রহী হন । শেষে তিনি স্বায়ত্ত্বশাসনের চিন্তাকে সম্মুখে নিয়ে আসেন । জাতীয়তাবাদের দুটি দিক বিষয়গত ও বস্তুগত কে তিনি উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ে আসেন । তাঁর মতে অভিন্নতা জাতীয়তাবাদকে আরও শক্তিশালী করবে । তাই তিনি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মনের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য গনপতি উৎসবের প্রচলন করেন । প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে , তিলকের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় অনুশীলনরত চিন্তাবিদ্দের , প্রচুর উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে । তাঁর চিন্তাধারায় কিছুটা নরমপন্থার আভাষ দেখা গেলেও তা কিন্তু যুগোপযোগী ছিল ।

References:

1. Appadorai, A. (1983). Indian Political thinking, Delhi: Sage Publication

2. Basu, K. (2001). Tilak and the Struggle for Indian Freedom. Reiner and Goludburn. (ED). New Delhi:Rupa Publication.

3. Bhattacharya, D.D. (1979). Passive Resistance Bombay: Concept Publication.

4. Daniel Argov. (1967). Moderates and extremists in the Indian Nationalist movement, Bombay: Sage publication.

5. David Athalye. (1921). Life of Lok manyaTilak.Bombay: Oxford Publication.

6. Pantham, Thomas and Deutsch, Keeneth. (1985). Indian Political thinkers, Bombay. Sage publication.

7. Sukhi, S. (1960). Speeches and lectures of BalgangadharTilak, Kolkata: Oriental Publication.

8. Tripathi, Amalesh. (1989). The extremist challenge, Kolkata: Rupa Publication.

9. Varma, V.P. (1989). Life and polifical philosophy of Lokmanya Tilak, Luchnow: Rupa publication.